ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা

বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ হল: ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। ১৯২৪ঈসায়ী সনে ইসলামী খিলাফাহ ধ্বংসের পর থেকে বলতে গেলে মতবাদ দুটি পৃথিবীর চালিকা শক্তিতে পরিনত হয়েছে। তাই আসুন! ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে জেনে নেই।

ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি সামাজিক মতবাদ। এর মূলমন্ত্র: সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরে রাখা।

তাদের ভাষ্য মতেঃ- ধর্মীয় হানাহানি দূর করে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে, সকল ধর্মের সকল মানুষের শান্তিময় সহাবস্থান ও উন্নত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরে রাখাই এর মূল উদ্দেশ্য।

এরা মনে করে: ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেহ চাইলে ব্যক্তিগত ভাবে ধর্ম পালন করবে। তবে রাষ্ট্রে বা সমাজে ধর্মের বাণী অচল। রাষ্ট্র ও সমাজ হবে ধর্মনিরপেক্ষ।

এদের ধারনা: ইসলাম ধর্ম, খৃষ্ঠান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি, সকল ধর্মই সমান। সবাই সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করবে, সম্মান করবে। তবে রাষ্ট্র ও সমাজকে ধর্মীয় রীতি-নীতি থেকে দূরে রাখতে হবে।

এদের কাছে তাওহীদ আর শিরক্ একই বিষয়। কুর্আন আর ফুরান সমান গুরুত্বের দাবীদার। এদের বিচারে আল্লাহর দ্বীনও ধর্ম। শয়তানের দ্বীনও ধর্ম।

পর্যালোচনাঃ= ধর্ম হানাহানি শিখায় না। ধর্ম সাম্য, সম্প্রীতি ও শান্তি শিখায়। আল্লাহ মনোনীত দ্বীন হিসাবে ইসলাম ন্যায়, ইনসাফ, সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির শিক্ষা দেয়। শিক্ষা দেয় সবাইকে তার ন্যায় সঙ্গত অধিকার দিতে। যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ
ক. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার দাও। অধিকার দাও মিসকীন ও পথিকের। কোন অনিয়ম করনা। (ইসরা:২৬)
খ. আল্লাহ হুকুম দিচ্ছেন: সবার ন্যায় সম্মত প্রাপ্য বুঝিয়ে দাও। বিচার ও শাসন কর ইনসাফের সাথে। আল্লাহ উত্তম আদেশ দেন। আল্লাহ সর্ব-শ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (নিসা-: ৫৮)
তবে শান্তি, সাম্য, ন্যায় ও ইনসাফের পথে বাঁধা সৃষ্টিকারীদের বিরোদ্ধে রুখে দাড়ানো ইসলামের অন্যতম শিক্ষা।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম ছাড়া অন্য সব ভ্রান্ত ও বাতিল। তাই সঠিক পথ আর ভ্রান্ত পথ, আল্লাহর পথ আর শয়তানের পথ, কুর্আনের পথ আর মনগড়া পথ এক নয়। এক হতে পারে না। কেহ এক মনে করলে পরকালে ধিকৃত ও চির জাহান্নামী হবে। ইরশাদ হচ্ছেঃ
১. আল্লাহর কাছে মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলাম.....। (৩আল ই'মরান: ১৯)
২. ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন (নীতিমালা, মতবাদ, বিধান)র সন্ধান করা অ-গ্রহন যোগ্য (অপরাধ)। কেহ এমন করলে আখেরাতে ধিকৃত হবে। (৩ আল ই'মরান: ৮৫)

মিশ্র পথঃ= যারা মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিয়েও ইসলামী রীতিনীতি মেনে চলে না। নামাজ রোজা করলেও রাষ্ট্র বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা তথা অর্থনীতি, বিচার শাসন, আইন আদালত, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেনে চলে অন্য নীতি। বাস্তব জীবনে ইসলাম ও কুফর, আল্লাহর পথ ও শয়তানের পথ, কুর্আনের বিধান ও মনগড়া বিধানের সংমিশ্রনে তৈরী করে নতুন পথ। তারা মুসলমান নয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

১. যারা (শারীয়া'হ না মেনে) আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করে, (রাসূলের আদর্শ অমান্য করে) আল্লাহ ও রাসূলকে আলাদা করতে চায়, (দ্বীনের) কিছু মানে আর কিছু মানে না। (ইসলাম ও কুফরের) মধ্য দিয়ে নতুন পথ তৈরী করে: এরাই আসল কাফির। এদের জন্য লাঞ্ছনার আযাব। (৪ নিসা-: ৫০,৫১)

মুসলমান ও ধর্মনিরপেক্ষতা

ইসলাম কোন গতানুগতিক ধর্ম নয়। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন। মানুষের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়: সকল বিধানই ইসলামে বিদ্যমান। এর নাম: ইসলামী শারীয়া'হ।
মুলসমানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলতে হয়। জীবনের কোন অংশ থেকে ইসলামকে বাদ দেয়া মানে ইসলামের অঙ্গহানী করা।

ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের অনেক কিছু সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত। সমাজ ও রাষ্ট্র ছাড়া কুর্আনের অনেক আয়াতের বাস্তবায়ন অসম্ভব। তাই কোন মুসলমান জীবনের কোন অংশ থেকে ইসলামকে বাদ দিয়ে ইসলামের অঙ্গহানী করতে পারে না। ইসলামের অঙ্গহানী করা, ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রনে নতুন পথ তৈরী করা মুসলমানের কাজ নয়। এমন করলে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হতে হবে। ইরশাদ হচ্ছেঃ=
১. হক (ইসলাম)কে বাতিলের (কুফরের) সাথে মিশ্রিত কর না। জানা সত্বেও হক (ইসলামের কোন বিধান) গোপন কর না। (বাকারাহ: ৪২)

আল্লাহর পক্ষেঃ= মুসলমান সর্বদা আল্লাহর পক্ষে, কুর্আনের পক্ষে, ইসলামের পক্ষে, রাসূলের পক্ষে অবস্থান নেয়। আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করে। মুসলমান কোন অবস্থাতেই এসব ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকতে পারে না।

স্বাধিনতা ও অধিকারঃ= তবে ইসলামের শিক্ষা হিসাবে সকল মানুষের ব্যক্তি স্বাধিনতা, ধর্মীয় স্বাধিনতা, মত প্রকাশের স্বাধিনতা সহ সকলকে তার প্রাপ্য অধিকার দেয়া ও সকলের সাথে ন্যায় সঙ্গত, শান্তিপূর্ন সহাবস্থান করা মুসলমানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ঠ।

ইসলাম বিদ্বেষঃ= মাঝে মাঝে এরা ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে উঠে। তখন ইসলাম, ইসলামী শারীয়া'হ, কুর্আনের বিধান ইত্যাদি শব্দে এদের গাত্রদাহ শুরু হয়। তাই অতি কৌশলে এরা ইসলামী পরিভাষা বদলে ফেলে। যেমন:

ইসলামী নীতি, ইসলামী অনুশাসন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার না করে, এরা বলে: *ধর্মীয় নীতি, ধর্মীয় অনুশাসন।*
আল্লাহর কালাম, আল-কুর্আন, কুর্আনী বিধান ইত্যাদি শব্দের স্থলে বলে: *ধর্ম-গ্রন্থ, ধর্মীয় বিধান।*
ইবাদাত বন্দেগী শব্দ ব্যবহার না করে, বলে: *ধর্মীয় কাজ, ধর্মী আচার অনুষ্ঠান। ইত্যাদি...।*

পর্যালোচনাঃ= অনেকে বলে ধর্মনিরপেক্ষা মানে ধর্মীয় স্বাধিনতা। আসলে নিরপেক্ষতা আর স্বাধীনতা এক নয়? আর সকল মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ইসলামেই স্বিকৃত। এর জন্য নতুন মতবাদের কোন প্রয়োজন নেই। তাই মুসলমানদের মুরতাদ বানানোর চেষ্ঠা না করে নিজের ঈমান আক্বীদাহ সংশোধন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ধর্ম পালনঃ= এদের অনেকে আবার নামায রোজা করে। নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। বলে বেড়ায়: তারা আল্লাহ মানে, রাসূল মানে, কুর্আন মানে, হাদীছ মানে, আখেরাত বিশ্বাস করে ইত্যাদি...?

আসল ব্যাপার হল:
তারা আল্লাহ মানে, *আল্লাহর সার্ব-ভৌমত্ব মানে না।*

রাসূল মানে, *রাসূলের আদর্শ মানে না।*
ইসলাম মানে, *ইসলামী শারীআ'হ (জীবন ব্যবস্থা) মানে না।*
কুর্আন মানে, *কুর্আনের বিধান মানে না।*
হাদীছ মানে, *হাদীছের বাতানো পথ মানে না।*
এমন মানাকে আসলে মানা বলে না। বরং ইহা হল: মানার নামে ভন্ডামী ও প্রতারনা।

কেহ যদি বলে:
আমি রাষ্ট্র মানি, *রাষ্ট্রের স্বাধিনতা মানি না।*
সংবিধান মানি, *সংবিধানে বর্নিত আইন মানি না।*
বিচারক মানি, *তার বিচার মানি না।*
নেতা মানি, *নেতার আদেশ মানি না।*
উস্তাদ মানি, *উস্তাদের কথা মানি না।* তবে কি ইহা মানা হল? না, মানার নামে উপহাস করা হল?

জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে নিতে হবে

রাসূল সাঃ সময়ে কয়েকজন ইয়াহুদ মুসলমান হয়েছিল। ইয়াহুদী শারীয়া'হ মতে উটের গোস্ত হারাম। তাই মুসলমান হবার পরও তারা উটের গোস্ত পরিহার করে চলল। নাযিল হলঃ
১. মুঅ্মিনগণ! পরিপূর্ন ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। (আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে) শয়তানের পদাঙ্ক অনুকরণ কর না। সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (২বাকারাহ: ২০৮)

মুসলিম হতে হলে পূর্নাঙ্গ ভাবে ইসলাম গ্রহন করতে হয়। আল্লাহর বিধান ও রাসূলের শারীয়া'হ পরিপূর্ন ভাবে মেনে নিতে হয়। কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব মেনে চলতে হয় শুধুই আল্লাহর। আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামী বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করতে হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে নেয়া চলতে হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ
১. ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন (নীতিমালা, মতবাদ, বিধান)র সন্ধান করা অ-গ্রহন যোগ্য (অপরাধ)। কেহ এমন করলে আখেরাতে ধিকৃত হবে। (৩আল ই'মরান: ৮৫)
২. হেদায়াত সুস্পষ্ট হবার পরও যে রাসূলের বিরোদ্ধাচরন করে, মুঅ্মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে: সে যেদিকে ফিরে আমি সেদিকে ফিরিয়ে দেই। নিক্ষেপ করি জাহান্নামে যা জঘন্যতম আবাস। (৪ নিসা-: ১১৫)
৩. আল্লাহ ও রাসুলের কোন ফয়সালা অমান্য করার এখতিয়ার মুঅ্মিন পুরুষ বা নারী কারো নেই। আল্লাহ ও রাসুলের অবাধ্য ব্যক্তি বিভ্রান্তিতে নিপতিত। (আহ'যাব ৩৬)

যারা কিছু বিষয়ে আল্লাহর বিধান আর কিছু ক্ষেত্রে অন্য কিছু মেনে চলে

যারা জীবনের কিছু বিষয়ে আল্লাহর বিধান আর কিছু ক্ষেত্রে অন্য কিছু মেনে চলে তারা মুঅ্মিন নয়। তাদের অন্তর ঈমান শূন্য। তাই তাদের ইবাদাত বন্দেগী কবুল হয় না। কারন ইবাদাত কবুলের পুর্ব শর্ত: ঈমান। ইরশাদ হচ্ছেঃ
১. .....তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মান আর কিছু মান না? কেহ এমন করলে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত হবে আর আখেরাতে নিক্ষিপ্ত হবে কঠিন আযাবে। আল্লাহ বে-খরব নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে। (বাকারাহ: ৮৫)
২. দেখবে! মুনাফিকরা কাফিরদের কাছে ছুটে যাচ্ছে। তারা বলে: অন্যথায় বিপর্যয় নেমে আসবে। বিজয় বা অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ সংকট দূর করে দিলে মুঅ্মিনরা বলবে: এইত এরা! আল্লাহর নামে কসম করে বলেছিল: তারা আমাদের। (আল্লাহ বলেন) এদের সকল আ'মাল নিস্ফল। এরা দুর্দশা গ্রস্ত। (মাইদাহ: ৫২,৫৩)

এমন যারা করে তারা কাফির। তাদের ঈমান, ইসলাম, নামায, রোযা... ধোকা আর প্রতারনা ছাড়া কিছুই নয়।

ইরশাদ হচ্ছেঃ

১. কিছু মানুষ আছে, যারা বলে: আমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী। আসলে এরা মুঅ্মিন নয়। এরা আল্লাহ ও মুঅ্মিনদের সাথে প্রতারনাকারী। (বাকারাহ: ৮,৯)

তাই সাবধান! বন্ধুগণ, সাবধান!! আল্লাহ, রাসূল ও মুঅ্মিনদের সাথে প্রতারনা থেকে সাবধান। নতুবা কোন কিছুতেই কাজ হবে না। কাফিরদের সঙ্গী হয়ে চির জাহান্নামী হতে হবে। তাই সাবধান!